দৈনিক সংবাদে ... 113

তারিখ 26 APR 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩ : আরো কিছু কথা' প্রসংগে

গত ৯ই এপ্রিল, '৮৭ ইং তারিখে সংবাদ-এ প্রকাশিত জনাব হায়াত হোসেনের একটি চিঠির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। এই চিঠিটি এবং এ প্রসংগে আরো কিছু লেখা পড়ে আমার এটা মনে হয়েছে যে, জনাব হায়াত হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হলেও শিক্ষা ও তৎ সম্পর্কিত গবেষণা বাদ দিয়ে এ ধরনের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারাভিযানেই ব্যস্ত থাকেন সব সময়।

চিঠির শুরুতে জনাব হায়াত হোসেন আমাকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (শাজাহান-জিকু)-এর স্থানীয় নেতা বলে উল্লেখ করে খাটো করতে চেয়েছেন। বস্তুত:- পক্ষে আমি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য। তাছাড়া আমাকে ঠিকাদার ইত্যাদি বলে হায়াত সাহেব খুবই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন। ফলে কুমিল্লার এক ফজু কন্ট্রাক্টরের সাথে আমার নাম গলিয়ে ফেলে সাধারণ ছাত্র-জনতা-অভিভাবকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির হীনমন্যতা হায়াত সাহেবদেরই মানায়। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকাদার হিসাবে আমার নাম তালিকাভুক্তি নেই এবং আমি ব্যবসায়িকভাবে কোন রকমেই সম্পৃক্ত নই। যদি থাকি এটা প্রমাণ করার জন্য আমি হায়াত হোসেনকে চ্যালেঞ্জ করলাম। হায়াত সাহেব বলতেচেয়েছেন আমার হস্তক্ষেপ ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অতিষ্ঠ। এটা কি হায়াত সাহেবের কল্পিত? কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের যাতায়াত শুধু সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সভার কারণেই সীমাবদ্ধ, এখানে অতিষ্ঠ হওয়ার অবকাশ কোথায়? বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদিন গিয়ে হায়াত সাহেবরাই অর্পিত দায়িত্ব বাদ দিয়ে তথাকথিত আন্দোলনের নামে ছাত্র কর্মচারী শিক্ষকদের বিভিন্ন কারণে পীড়ন করে তাদের শিক্ষা ও পেশাগত জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছেন।

জনাব হায়াত হোসেন এক জায়গায় লিখেছেন "বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে এমন কোন লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিধিবদ্ধ পর্ষদে সদস্য হতে পারবেন না এই আইন বা নিয়ম টাও যেন আজকাল এখানে অকেজো হয়ে পড়েছে। হায়াত হোসেনের উদ্ধৃত তথ্য সত্য নয়। আমার জানামতে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে এ রকম কেউ অতীতে ও বর্তমানে কোন বিধিবদ্ধ পর্ষদে নির্বাচিত হননি, এ ধরনের কেউ সদস্য নন। এটাও প্রমাণের জন্য হায়াত সাহেবকে অনুরোধ করছি। হায়াত হোসেন আমাকে উপাচার্য মোহাম্মদ আলীর 'দক্ষিণ হস্ত' (একটা ব্যাপার লক্ষণীয় সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলোর ভাষা ও তথ্য একই রকম, এটা ধরে নেয়া কি অযৌক্তিক হবে যে সব লেখাই হায়াত সাহেব স্বনামে বেনামে লিখে চলেছেন, 'দক্ষিণ হস্ত' শব্দটির প্রয়োগ একটি জলন্ত উদাহরণ) বলেছেন। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট '৭৩ অনুযায়ী সর্ব-প্রথম নির্বাচিত উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীকে তার প্রশাসনিক কাজে সহযোগিতা দান করা একজন নির্বাচিত সিনেট ও সিণ্ডিকেট সদস্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩ এর কার্যক্ষমতার পরিধিতে আমার নৈতিক দায়িত্ব বলে আমি মনে করি।

এস, এম ফজলুল হক,
সাবেক সহ-সভাপতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) এবং প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ও সিণ্ডিকেট, চট্টগ্রাম।